24

তারিখ ...20 OCT 1992...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৫...

দৈনিক খবর

সিলেটে এ বছর হাজার দেড়েক মেধাবী ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তি হতে পারেনি

● খায়রুল আমীন মঞ্জু ●

সিলেট, ১৯ই অক্টোবর।– এ বছর এসএসসি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থীকে শহরের কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর ঝোঁক ছিলো সরকারী কলেজগুলোতে ভর্তি হবার প্রতি। সীমিত সংখ্যক আসনের কারণেই মূলতঃ এ বছর অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে।

সিলেটে মহিলাদের জন্য একটি মাত্র সরকারী মহিলা কলেজ রয়েছে। এ ছাড়া অপর একটি বেসরকারী মহিলা কলেজ থাকলেও শহর থেকে তার দূরত্ব অনেক। মঈনুদ্দিন আদর্শ মহিলা কলেজ নামে এ কলেজটি শহরের পশ্চিম প্রান্তে স্থানীয় বাঘবাড়ী এলাকায় নির্জন পরিবেশে অবস্থিত। মহিলারা একাকী ঐ নির্জন পথ দিয়ে যেতে 'সাহসী হন না। তাছাড়া অভিভাবকরাও ঐ পথ দিয়ে মেয়েদের কলেজে পাঠাতে ভয় পান। কলেজের নিজস্ব কোন যানবাহনের সুবিধেও নেই। একমাত্র সরকারী মহিলা কলেজের ওপর স্বাভাবিকভাবেই ভর্তির চাপটা পড়ে একটু বেশী। কিন্তু আসন সংকটের কারণে ভর্তি হওয়াটা সবার জন্য সম্ভব হয়ে উঠে না। এমনিতেই সিলেটের শিক্ষার হার ক্রমাবনতির দিকে। তার ওপর কলেজগুলোতে তীব্র আসন সংকটের কারণে এ হার প্রতিবছর ক্রমেই বিপজ্জনক পর্যায়ে নেমে আসছে। ইতিমধ্যে শহরের আশপাশে আরো দু'টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ সুরমা কলেজ অন্যতম। স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগীদের চেষ্টায় আরেখানায় অপর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

শহরে প্রাচীনতম যে ক'টি কলেজ রয়েছে সেগুলোর অবস্থাও তেমন সুবিধেজনক নয়। শিক্ষক সংকটসহ বিভিন্নতর সংকটের কারণে এগুলোর শিক্ষার মান উন্নততর পর্যায়ে রাখা সম্ভবপর হচ্ছে না। সিলেটের সবক'টি থানায় (সাবেক উপজেলা) কলেজ গড়ে উঠলেও সে সব কলেজেও বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। ফলে ঐ সকল কলেজগুলোর প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ কম।

শিক্ষানুরাগীদের মতে, শহরের কলেজগুলোতে বিদ্যমান সংকট নিরসনে সরকারী পর্যায়ে এ পর্যন্ত বাস্তব কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তার পরিবর্তে দিনের পর দিন সংকটকে আরো তীব্রতরই করে তোলা হচ্ছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর দেশের অপরাপর জেলাগুলোতে অবস্থিত কলেজসমূহে সুযোগ-সুবিধে বৃদ্ধির বিভিন্ন 'পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও এ অঞ্চলের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সংকট মোচনে এ পর্যন্ত তেমন কোন বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। ফলে এ অঞ্চলের অনেক সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রীকে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে।

এ বছর অন্যান্য বছরগুলোর তুলনায় ভর্তি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন কলেজে কর্তৃপক্ষ দু'শীফট চালুর ব্যবস্থা করতে পারলে এ সমস্যা অনেকখানি লাঘব হতে পারতো। কিন্তু সে ধরনের কোন পরিকল্পনার কথা এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি।

এদিকে ভর্তিচ্ছু বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রীর অভিযোগ, বিভিন্ন কলেজে খুঁটির জোরে কিম্বা তদবীর পার্টির শক্তির জোরে ও প্রভাবে অনেকেই ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এ ব্যাপারে আমাদের সিলেট সিলেট ব্যুরো অফিসে সুনির্দিষ্ট বেশ কিছু অভিযোগএসেছে।

অভিজ্ঞজনদের মতে, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হাজার হাজার হতাশাগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য থানা পর্যায়ের কলেজগুলোতে মান উন্নয়নসহ স্থানীয় কলেজগুলোতে দু'শীফট চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।